সংবাদ

তারিখ : ১২ APR 2012
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

মালিকানা দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করতে ৩ বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন মাসের আলটিমেটাম

রাকিব উদ্দিন

তিন মাসের মধ্যে মালিকানা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আলটিমেটাম দিয়েছে সরকার। ইউজিসি'র মধ্যস্থতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব মীমাংসা করতে ব্যর্থ হলে সেগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইবাইস ইউনিভার্সিটি।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইস্যু করা পৃথক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। আজ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পক্ষের কাছেই মন্ত্রণালয়ের চিঠি পৌঁছে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিষ্পত্তির বিষয়ে গত ৩০ জানুয়ারি শিক্ষা

মালিকানা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক :

মালিকানা : নিষ্পত্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পক্ষকে বলা হয়েছিল তিন মাসের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) প্রতিবেদন দিতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তাই এবার তাদের তিন মাসের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসির সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মতামত দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৫ ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেবেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৫ ধারার ৭ উপধারায় বলা আছে, 'কোন কারণে কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দিলে কিংবা উহার স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত ও শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে চ্যান্সেলর কমিশন ও মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং এতদবিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলেই গণ্য হবে'।

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : জানা গেছে, মালিকানা বিরোধকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. কবির হোসেন তালুকদারকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ওপর হামলা চালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারা বেগমের পালিত পুত্র ইমতিয়াজ আহমেদ। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি আবুল হোসেন তালুকদার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইমতিয়াজের বিচার দাবি করে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। প্রসঙ্গত, অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের স্ত্রী। মালিকানা বিরোধ নিয়ে অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম এবং প্রো-ভিসি আবুল হোসেন তালুকদার সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন।

মানিলন্ডারিং : ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একপক্ষের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার এবং পুরনো তারিখ দেখিয়ে সনদ বিক্রির অভিযোগ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করছেন দুদকের উপপরিচালক শাহিন আরা মমতাজ। তাঁর মানিলন্ডারিংয়ের বিষয় খতিয়ে দেখতে গত ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে চিঠি দিয়েছে দুদক। চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাবসমূহের লেনদেন যাচাইয়ের কথা বলা হয়েছে।

সনদ বিক্রি : দুদকের অভিযোগে বলা হয়েছে, শামিম হায়দার পাটোয়ারী ১৯৯৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু ১৯৯৮-৯৯ সেশনে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে ২০০২ সালে অনার্স কোর্স সম্পন্ন করেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে ২০০০ সালে। এ ধরনের অসংখ্য অভিযোগ পেয়েছে দুদক। জানতে চাইলে দুদকের উপ-পরিচালক শাহিন আরা মমতাজ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মালিকানা বিরোধ চরমে। আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন এবং বর্তমান কর্তৃপক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। কিন্তু এর বর্তমান কর্তৃপক্ষ কোন আইন-কানুনই মানছে না। এটিকে পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে। এক পরিবারের ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনা করছেন। ফলে এর আয়-ব্যয়, ছাত্রছাত্রী, একাডেমিক কার্যক্রম কোন কিছুই কর্তৃপক্ষ বলতে পারছে না। এমনকি ব্যাংক হিসাব সম্পর্কেও দুদককে কোন তথ্য দেয়া হচ্ছে না।

তিনি আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা কিছুদিন পরপরই বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করছেন। এর অর্থের উৎস, যাতায়াতের কারণ সম্পর্কে কোন তথ্য দেয়া হচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০১ সালের নভেম্বর থেকে অবৈধ ট্রাস্টি বোর্ড দিয়ে চলছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। মালিকানা বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে উভয়পক্ষ একাধিকবার সালিসে বসলেও কোন ফল হয়নি। কিন্তু ইউজিসি তিন মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষকে সরকারের সিদ্ধান্ত অবহিত করলে তারা বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে আওয়ামী লীগ নেতা মকবুল হোসেনের দারস্থ হয়। তাতেও কোন কাজ হয়নি। ইউজিসির কর্মকর্তারা জানায়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছেন, তারা প্রকৃত মালিক নয়। এর মালিকানা দাবি করে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা করছেন। মামলা চলতে থাকায় ইউজিসিও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না। ইবাইস ইউনিভার্সিটি : জানা যায়, ২০০২ সালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় ইবাইস ইউনিভার্সিটি। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা তিন ভাই এবং অপর এক ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এরমধ্যে তিন ভাই মিলে এক ট্রাস্টি সদস্যকে (এক শিল্পপতির ছেলে) বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা থেকে সরিয়ে দেয়। এ নিয়ে ইউজিসিতে উভয়পক্ষ অভিযোগ করেছেন।